PRINT

সমকাল

হাবিপ্রবিতে যৌন হয়রানি

অভিযুক্ত শিক্ষককে বাঁচাতে ইউজিসিতে মিথ্যা তথ্য!

১০ ঘণ্টা আগে

দিনাজপুর প্রতিনিধি

এক ছাত্রীকে যৌন হয়রানি ও গৃহকর্মীর সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্কের দায়ে অভিযুক্ত শিক্ষককে বাঁচাতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) কাছে মিথ্যা তথ্য দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে দিনাজপুর হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (হাবিপ্রবি) উপাচার্য ও রেজিস্ট্রারের বিরুদ্ধে। গত ১৭ সেপ্টেম্বর উপাচার্য অধ্যাপক মু. আবুল কাশেমের আদেশে ইউজিসির কাছে একটি চিঠি পাঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ফজলুল হক। চিঠিতে ওই ছাত্রীর অভিযোগকে মানসিক নির্যাতন বলা হয়। এ ছাড়া উচ্চ আদালতের নির্দেশে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী ছাত্রীকে যৌন হয়রানি এবং গৃহকর্মীর সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্কের ঘটনাকে গোপন করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল শিক্ষক ফোরাম ও দিনাজপুর মহিলা পরিষদ জানিয়েছে, তদন্তে প্রমাণিত হওয়ার পরও যৌন হয়রানিকে মানসিক হয়রানি বলে জবাব দাখিল মানে অভিযুক্ত শিক্ষককে উপযুক্ত শাস্তি থেকে বাঁচাতে চাচ্ছে প্রশাসন। এ অপচেষ্টার সঙ্গে যারা জড়িত, তাদেরও বিচার দাবি করেছেন তারা। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, ২০১৭ সালের ২০ জুলাই এক ছাত্রী বায়োকেমিস্ট্রি অ্যান্ড মলিকুলার বায়োলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রমজান আলীর বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ দাখিল করেন। পরে ২০১৮ সালের ১৬ জানুয়ারি শিক্ষক রমজান আলীর স্ত্রীও যৌতুকের জন্য নির্যাতন এবং ছাত্রীর সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্কের অভিযোগ দিয়ে উপর্যুক্ত বিচার দাবি করেন।

এসব অভিযোগে উচ্চ আদালতের নির্দেশে গঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাত সদস্যের তদন্ত কমিটি ২০১৮ সালের ২৭ মে ছাত্রীকে যৌন হয়রানি এবং গৃহকর্মীর সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের সত্যতা পায়। তদন্ত প্রতিবেদনে ওই শিক্ষককে চাকরি থেকে চূড়ান্ত বহিস্কারের সুপারিশ করা হয়। ওই বছরের ৩০ জুলাই শিক্ষক রমজান আলীকে সাময়িক বহিস্কার করে প্রশাসন। চূড়ান্ত ব্যবস্থা নিতে রিজেন্ট বোর্ডের সভায় বিষয়টি উত্থাপন করা হবে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়। কিন্তু ওই শিক্ষককে স্থায়ী বহিস্কার না করায় বিভিন্ন সময়ে মানববন্ধনসহ নানা কর্মসূচি পালন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ নানা সামাজিক সংগঠন।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ফজলুল হক বলেন, ওই ছাত্রী চিঠিতে মানসিক হয়রানির কথা বলেছেন। সে অনুযায়ী ইউজিসিকে তথ্য দেওয়া হয়েছে। তদন্তে যৌন হয়রানির প্রমাণ পাওয়ার পরও কেন ইউজিসিকে দেওয়া চিঠিতে সেটি গোপন করা হয়েছে, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমরা কী অভিযোগ পেয়েছি এবং তদন্তে কী এসেছে এসবের ভিত্তিতেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এ ব্যাপারে উপাচার্য মু. আবুল কাশেমের মোবাইল ফোনে একাধিবার যোগাযোগ করা হলেও তিনি তা ধরেননি।

© সমকাল 2005 - 2019

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মুস্তাফিজ শফি । প্রকাশক : এ কে আজাদ

টাইমস মিডিয়া ভবন (৫ম তলা) | ৩৮৭ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৫৫০২৯৮৩২-৩৮ | বিজ্ঞাপন : +৮৮০১৯১১০৩০৫৫৭ (প্রিন্ট পত্রিকা), +৮৮০১৮১৫৫৫২৯৯৭ (অনলাইন) । ইমেইল: ad.samakalonline@outlook.com